কালের কণ্ঠ

তারিখ 08 APR 2014
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

বগুড়া শহরে প্রি-ক্যাডেট হাই স্কুলে শিক্ষকের হাতে ছাত্র পিটুনির প্রতিবাদে গতকাল শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন করে স্কুল মাঠে অবস্থান নেয়। ছবি : কালের কণ্ঠ

# বগুড়ায় ছাত্র পিটিয়ে বরখাস্ত শিক্ষক

বগুড়া অফিস ▶

ক্লাস চলাকালে পাঠ্যপুস্তক না পড়িয়ে শিক্ষক গল্প শুরু করায় এক শিক্ষার্থী প্রতিবাদ জানালে তাকে বেদম প্রহার করা হয়। এই ঘটনায় শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ক্লাস বর্জনের পাশাপাশি বিক্ষোভ করে। শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন শিক্ষকরা। পরে অভিযুক্ত শিক্ষককে বরখাস্তের ঘোষণা দিলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। ঘটনাটি ঘটেছে বগুড়া শহরের প্রি-ক্যাডেট হাই স্কুলে।

শিক্ষার্থীরা জানায়, গত রবিবার বিদ্যালয়ের তৃতীয় ঘণ্টায় দশম শ্রেণীতে জীববিজ্ঞান ক্লাস নিতে যান খণ্ডকালীন শিক্ষক শামিম হোসেন। তিনি ক্লাসে গিয়ে পাঠ্যপুস্তকের পড়া শুরু না করে গল্প করেন। এতে ওই ক্লাসের ছাত্র সম্রাট হোসেন (রোল নম্বর ১) পাঠ্যপুস্তক পড়ানোর জন্য শিক্ষককে বললে তার সঙ্গে ওই শিক্ষকের তর্ক হয়। একপর্যায়ে শিক্ষক ক্ষিপ্ত হয়ে অফিস কক্ষ থেকে বেত নিয়ে গিয়ে সম্রাটকে বেদম প্রহার করেন। উপর্যুপরি বেত্রাঘাতে সম্রাটের শরীরে জখম হয়। তাৎক্ষণিক ওই ক্লাসের শিক্ষার্থীরা বিষয়টি সহকারী প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার মণ্ডলকে অবহিত করে। তিনি ঘটনা জানার পর শিক্ষার্থীদেরই তিরস্কার করে তাঁর কক্ষ থেকে বের করে দেন।

গতকাল সোমবার ছাত্ররা বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্র পেটানোর বিচার দাবিতে ক্লাস বর্জন করে। শুরুতেই তারা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিক্ষোভ করলেও দুপুর ১২টার দিকে বিদ্যালয়ের সামনের সড়কে গিয়ে অবস্থান নেয়। শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের কারণে প্রধান শিক্ষকসহ অন্য শিক্ষকরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। কয়েক জন অভিভাবকও সেখানে গিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে সংহতি জানান। এতে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

খবর পেয়ে বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি তাইজুল ইসলাম ঘটনাস্থলে যান। তিনি শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক করে অভিযুক্ত শিক্ষককে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেন। পরে তিনি খণ্ডকালীন ওই শিক্ষককে বরখাস্তের বিষয়টি মাইকে ঘোষণা দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহুরুল আলমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, সম্রাট বিদ্যালয়ের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র। তাকে এমনভাবে প্রহার করা উচিত হয়নি। কোনো কারণে শিক্ষক তার ওপর ক্ষিপ্ত হলে তাকে ক্লাস থেকে বের করে দেওয়া যেত। তাকে পেটানোর কারণে শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ওই শিক্ষককে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

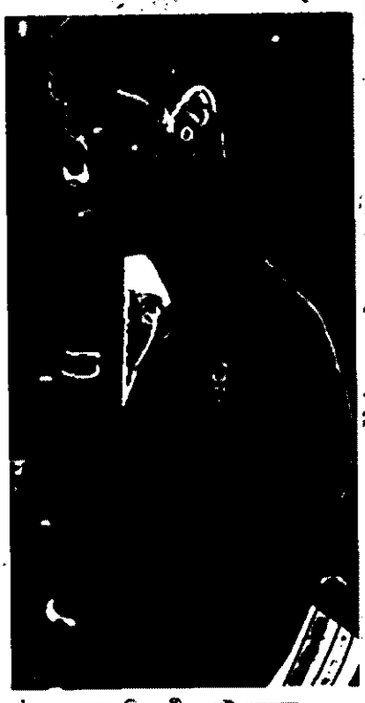

প্রহৃত শিক্ষার্থী সম্রাট হোসেন